দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

৭৯

217

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের এক গ্রুপের হামলায় অন্য গ্রুপের ২০ জন আহত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

জাহাঙ্গীরনগর, ১৯শে মে।– জাকসু নির্বাচনে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের একটি সশস্ত্র গ্রুপ বহিরাগতদের নিয়ে আজ ভোর চারটায় ছাত্রদলের অপর গ্রুপের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। দু'ঘন্টা স্থায়ী এ হামলায় ছাত্রদলের ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। এর মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক।

কমপক্ষে ৩০ জনের ঐ সশস্ত্র দলটি কাটা রাইফেল, স্টেনগান, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, কিরিচ ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সালাম-বরকত হল, কামাল উদ্দিন হল ও মীর মোশাররফ হোসেন হলে ঢুকে পড়ে। এ সময় গুলী ও বোমার শব্দে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। একশ' রাউণ্ডেরও বেশী গুলীর

ছাত্রদল ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৪

ছাত্রদল

(১ম পাতার পর)

শব্দ শোনা যায়।

এই গ্রুপ রামদা, কিরিচ দিয়ে সিনেট সদস্য রেজাউল করিম, মোয়াজ্জেম, লিটন, রুনু, জুয়েল, সাহারোজকে মারাত্মকভাবে জখম করে। পরে ভোর ৬টার দিকে হামলাকারী গ্রুপের হানিফ প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মীদের প্রহারে মারাত্মকভাবে আহত হন। আহতদের মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লিটন, মোয়াজ্জেম, সাহারোজ, জুয়েল ও হালিমের অবস্থা আশংকাজনক।

জাকসু নির্বাচনে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের এই দু'গ্রুপের মধ্যে বেশ কিছুদিন আগেই মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার দিন রাতে দু'টি হলের চূড়ান্ত মনোনয়নে হামলাকারী গ্রুপের কোন নেতা-কর্মী অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার এবং ভবিষ্যতেও এমন হতে পারে এ আশংকায় এ হামলা চালানো হয় বলে জাকসু'র ভারপ্রাপ্ত জিএস আবদুল আউয়াল মোল্লা জানান।

পুলিশ সাভার থেকে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে দু'জন ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে।

জাকসু এক বিবৃতিতে শহীদ, ধীমান, হালিম, দেলোয়ার ও হারুনের নেতৃত্বে এই হামলা পরিচালিত হয় বলে জানায়। ছাত্রঐক্য কর্তৃক ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত শিবিরের সশস্ত্র নেতা-কর্মীরাও হামলাকারীদের সাথে ছিল বলে জাকসু জানায়।

ছাত্রদলের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়েছে। সংঘাত এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত টহল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (শা-অ), জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সন্ত্রাসী তৎপরতার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।